দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 FEB 1997
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

24

বাণিজ্যিক শিক্ষার প্রসার রোধে

ভর্তি পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। এখন চলিতেছে অর্থশক্তির পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় সফল হওয়ার সাথে রাজধানী ঢাকার ভাল স্কুলে ভর্তি হওয়ার বিষয় জড়িত। একটি পত্রিকার খবর অনুযায়ী প্রায় এক দশক যাবৎ অলিখিতভাবে এই নিয়ম চালু। মতিঝিল এলাকায় অবস্থিত একটি নামকরা স্কুল কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এই প্রথামুক্ত ছিল। তখন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হইত মেধা ও কিছুটা তদ্বিরের ভিত্তিতে। এখন কোনটিতেই কাজ হয় না। অঙ্কের কিছুটা হেরফের ঘটিলেও ডোনেশন অপরিহার্য। তাহাও আবার পাঁচ-দশ হাজার টাকা নয়, নীচে পঁচিশ হাজার। অন্যান্য নামকরা বা উন্নতমানের স্কুলেও একই অবস্থা। ইদানীং বিশেষ বিশেষ প্রাইভেট কলেজেও এই রেওয়াজ চালু হইয়াছে। ভর্তি হইতে হইলে ক্ষেত্রভেদে দেড়/দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত ডোনেশন দিতে হয়। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং খেলাধুলার নাম করিয়া বাড়তি আরও মোটা অঙ্কের অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

সাধারণভাবে এই শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকদের ভিড় করার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে বেজায় ভিড়। সময় সময় বিশাল জনসভাকেও হার মানাইবার উপক্রম করে। ইহার কারণ যতনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, ইহার চেয়ে অনেক বেশী উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা। প্রয়োজনের তুলনায় দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম তাহা স্বীকার্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত না হওয়ায় দিন দিন সংকট আরও বাড়িতেছে ইহাতেও সন্দেহ নাই। তারপরও সত্য যে, ভর্তির সময় হাতেগোনা চার-পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তেমন ভিড় দেখা যায় না। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরং ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীর প্রতীক্ষায় দরজা খুলিয়া বসিয়া থাকে।

শিক্ষামানের উন্নতির মধ্যে ইহার প্রতিকার নিহিত। সব মা-বাবা, অভিভাবকই সন্তান-সন্ততিকে উন্নতমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে চায়। এই অবস্থায় দেশের শতকরা ৫০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি উন্নত মানসম্পন্ন এবং ২৫ ভাগ বাঞ্ছিত মানের হয় তাহা হইলেও ডোনেশন প্রথার প্রসার রোধ না হইয়া পারে না। তেমন পরিস্থিতিতে সকলের না হউক বেশীর ভাগের ক্ষেত্রে শিক্ষার সমঅধিকার ভোগ করা সম্ভব হইতে পারে। মেধার পরিচয় দিয়া অনেকের পক্ষে কৃতিত্ব অর্জন করাও অসম্ভব নয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, স্কুল গৃহ সুসজ্জিত করা বা উন্নতমানের আসবাবপত্র স্থাপন শিক্ষার মান নয়। এইগুলিরও প্রয়োজন আছে। তবে সবচাইতে বেশী প্রয়োজন শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা। যে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বি-এ, এম-এ ডিগ্রী লাভ করার পরও দুই লাইন নির্ভুলভাবে লেখা সম্ভব হয় না তাহা জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার অনুকূল শিক্ষা কিনা বলা অবান্তর।

শিক্ষার মান সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হইলে এক সময় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অনিয়মিত বেতন প্রাপ্তির অজুহাত তোলা হইত। বলা হইত, বেতনপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তা শিক্ষকদের মনোযোগ সহকারে শিক্ষাদানের অন্তরায়। বর্তমানে আগের মত এই অভিযোগ তোলার উপায় নাই। সরকারী স্কুলের সম্পূর্ণ বেতনই সরকারীভাবে দেওয়া হয়। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরাও সরকার হইতে শতকরা সত্তর ভাগ বেতন পান এবং তাহা অনুদান হিসাবে। বাকী তিরিশ ভাগ বেতনের বোঝা বেসরকারী স্কুলসমূহের নিজস্ব আয় হইতে বহন করিতে ব্যর্থ হওয়ার কথা নয়। আর নয় বলিয়াই শিক্ষকদের অবস্থা আগের মত বলা যায় না। এই অবস্থায় শিক্ষার মান অন্ততঃ কিছুটা উন্নত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই। ফলে ভর্তি পরীক্ষা যুদ্ধের পর আরম্ভ হয় অর্থশক্তির যুদ্ধ পরীক্ষা। ধনাঢ্য ব্যক্তি ও সংস্থা হইতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডোনেশন নেওয়ার আমরা বিরোধী নই। কিন্তু শিক্ষার মান কম্প্রোমাইজ করিয়া ডোনেশনের বদলে খারাপ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করার ভয়াবহ দুর্নীতির আমরা অবশ্যই বিরোধী। আমরা মনে করি, শিক্ষার উন্নতির জন্য এই ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা থাকা দরকার। অন্যথায় দুর্নীতির প্রসার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বঞ্চনার হেতু হইতে বাধ্য।